শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা।

শ্রীভারতচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক

প্রণীত।

উত্তর-বরাহনগর হইতে

শ্রীরাধিকাপদ ঘোষাল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, আর্ট প্রেসে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা।

শ্রীভারতচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক

প্রণীত।

উত্তর-বরাহনগর হইতে

শ্রীরাধিকাপদ ঘোষাল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, আর্ট প্রেসে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৫ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

বঙ্গদেশে এমন দিন ছিল যখন কবিদিগের লেখনী পাঠকের চিত্তে কেবল উপভোগের উপকরণ যোগাইবার জন্য নিরত থাকিত না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সদ্ধর্ম্মপ্রচার করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সত্যস্বরূপ নারায়ণের পূজা যেমন গৃহীর কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত কবির শক্তি তেমনি সেই পূজার বিচিত্র কাহিনী সরল ছন্দে লিপিবদ্ধ করিতে নিয়োজিত হইত। সেই কালে এই সত্যনারায়ণ ব্রতকথা আমার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। এই ব্রতকথা বাল্যকালে আমাদের গৃহে পরম শ্রদ্ধা সহকারে পঠিত হইত। তাহার স্মৃতি এখনো আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রতকথা কবিত্বময়ী ভাষায় লিখিত কিনা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই রচনার সহিত আমার আরাধ্যদেবতা পিতাঠাকুরের নাম বিজড়িত আছে বলিয়া ইহা আমার অতি প্রিয় বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, পিতৃদেবের এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু যাহাতে আমার পুত্রপৌত্রাদির মনে চিরজাগরুক থাকে তাহার ইচ্ছা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আমি যাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি, আমার উত্তরাধিকারিগণ সেই রত্নের মালিক হইতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি।

এই ব্রতকথার যিনি রচয়িতা তাঁহার একটু পরিচয় এই মুখবন্ধে দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। কিঞ্চিৎন্যূন এক

শতাব্দী হইল আমার পিতাঠাকুর বরিশাল জেলার গোক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া সংসার-সমুদ্রে নিঃসহায় অবস্থায় ভাসিতে থাকেন। অতি কষ্টে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার মানসে একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতার উত্তরাংশ বরাহনগর গ্রামে ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় পান। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই বালককে বাটীতে স্থান দিয়া ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বালকের স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ ভগ্নী সম্প্রদান করেন। বিবাহের পর কিছু কাল শ্বশুরালয়ে কাটাইয়া পিতাঠাকুর সহসা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনের মত নানা স্থান পর্য্যটন করেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সংসারী হইতে ইচ্ছা করিয়া বাঁশবেরেলিতে ডাক-বিভাগে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি বদ্‌লী হইয়া ফরাক্কাবাদে গমন করেন। এই সময় তাঁহার ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া ফরাক্কাবাদে জজের কোর্টে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পিতার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পিতাঠাকুরের মনে বাল্যের উদাসীন ভাব প্রবল হইয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্যে পরিণত হয়। ফলে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে বরাহনগরে পাঠাইয়া দিয়া দূর-বিদেশে একাকী সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া গৃহী-সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতে থাকেন। পুত্র কলত্রের

ভরণপোষণের জন্য উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই বরাহনগরে প্রেরিত হইত, কিন্তু তিনি নিজে আর সংসারের মায়া-বন্ধন গ্রহণ করেন নাই। অপর দুইটি পুত্র সংসার পালনে সমর্থ হইয়া উঠিলে পিতাঠাকুর চাকুরী ত্যাগ করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ঠ হন্। তাহার পর আর কোনও সংবাদ আমরা পাই নাই। জানি না তিনি এক্ষণে স্থূল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবদারাধনায় যোগযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন অথবা যোগীরাজ শ্রীশ্রীমহাদেবের পাদপদ্মে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে এইটুকু বিশ্বাস করি তাঁহার মুক্ত আত্মা যে সত্যের সন্ধানে সর্ব্বদা পাগলের মত পরিভ্রমণ করিত, সেই সত্যের জ্যোতিঃ এই গ্রন্থের প্রতি পদে বিকীর্ণ রহিয়াছে।

প্রকাশক—

শ্রীরাধিকাপদ ঘোষাল।

বরাহনগর।

হাল সাকিম,

বসিরহাট—২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণায় নমঃ।

অথ বন্দনা।

প্রণমামি গজানন আমি বুদ্ধিহীন জন
গ্রন্থ পূর্ণ এই ভিক্ষা চাই।
বিঘ্ননাশ নাম ধর জগতের বিঘ্ন-হর
ইথে কিছু বড় ভার নাই॥
শুনিয়াছি নাম নিলে বাঞ্ছাসিদ্ধি ফল মিলে
অনায়াসে বোবা কথা কয়।
কিন্তু আমি বোবা নই শুদ্ধাশুদ্ধ কথা কই
স্তব্ধ আছি সতত চিন্তায়॥
বামনের চাঁদে হাত তেমনি আমার সাধ
ইচ্ছা করে করিতে রচন।
জীবেরে করিতে ত্রাণ যে রূপেতে ভগবান
প্রকাশিত সত্যনারায়ণ॥
অষ্টাদশ মহাপুরাণ তার মধ্যে এক খান
নাম যার স্কন্দপুরাণ হয়।
বহু খণ্ডে খণ্ড সেই রেবা খণ্ডে খণ্ড এই
অতঃপর লিখিব ভাষায়॥
যাহার শ্রবণে জীব অনায়াসে পায় জীব *
ক্রমে উচ্চ যদি ইচ্ছা করে।

*জীব—জীবন।

অনেকেতে এই কয় লয় হওয়া কিছু নয়
কিন্তু লয় হয় তার করে ॥
আর বা কহিব কত ইচ্ছামত যার যত
দেন দেব সত্যনারায়ণ।
ভারত কহিছে যুক্তি সত্য বিনা নাহি মুক্তি
সত্যপূজা কর আচরণ ॥
সত্য সম ব্রত নাই ভারতেতে যত ভাই
সত্য সত্য সত্য কর সার।
নাহি রবে স্থূলে ভুল উদ্ধারিবে বহু কুল
অনায়াসে ভবে হবে পার ॥
দুর্লভ জনম পেলে সত্যধনে অবহেলে
গতি পরে কিবা হবে বল।
অনিত্য জানহ দেহ ধন জন আদি গেহ
অন্তে কিছু না হবে সম্বল ॥
শুন তবে কহি তাই সত্য বিনা গতি নাই
সাধ্যমত সদা চেষ্টা কর।
আর যত ইচ্ছা হয় তাহে বড় নাহি ভয়
সত্য বিনা সবে আছে ডর ॥
আগম নিগমে যাঁরে বর্ণনা করিতে নারে
সেই দেব সত্যনারায়ণ।
ভারত কহিছে বাণী জোড় করি দুই পাণি
হরি হরি করহ স্মরণ ॥
পরিহরি অন্য বাণী কর আগে শঙ্খধ্বনি
পরে কহি যথা বিবরণ।

ভক্তিভাবে শ্রোতৃগণ হইয়া একাগ্র মন
বসি কথা করহ শ্রবণ ॥

কথারম্ভ।

শৌনকাদি সূত ঋষি নৈমিষ তীর্থেতে বসি
একদিন কথোপকথায়।
আর যত মুনি ছিল সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল
মহামুনি সূত মহাশয় ॥
কোন্ ব্রত তপ হেন মনের মানস যেন
অবিলম্বে সদা সিদ্ধ হয়।
মহা প্রাজ্ঞ তুমি সূত হয়ে সবে কৃপান্বিত
বল যদি শুনিব হেথায় ॥
শুনি সূত এই বাণী কহে শুন সব জ্ঞানী
জিজ্ঞাসিলে তাহার উপায়।
মহা মহাপাপী নরে শ্রবণেতে কলেবরে
রোগ শোক দুঃখ নাহি রয় ॥
ভগবান্ লক্ষ্মীপতি সন্তুষ্ট নারদ প্রতি
প্রকাশিলা নিজ মুখ হতে।
সেই পুণ্য ব্রত কথা কহি আমি শ্রুত যথা
শুন তবে একাগ্র মনেতে ॥
একদিন দেবঋষি ভ্রমণ করিতে আসি
মর্ত্ত্যলোকে হয়ে উপনীত।

দেখি তথা জীবগণে ভাবে মুনি মনে মনে
নানামত পাপেতে পূর্ণিত ॥
পিতা মাতা নাহি পোষে কত শত কটু ভাষে
সন্তানের এই আচরণ ।
শিষ্যে গুরু নাহি মানে বিশেষতঃ নারীগণে
নিজপতি নিন্দে অনুক্ষণ ॥
জগত যোনিতে মত্ত হারাইছে সব তত্ত্ব
ভক্ষ্যাভক্ষ্য সকলি ভক্ষণ ।
তুচ্ছ লাগি মিথ্যা কয় নাহি করে লজ্জাভয়
নানা যোনি করিছে ভ্রমণ ॥
জীবের করিতে হিত দেবর্ষি হয়ে চিন্তিত
উপনীত শ্রীপতি যথায় ।
বর্ণ-শুক্ল ভুজ চারি শঙ্খচক্রগদাধারী
বনমালা বিরাজিত কায় ॥
দেখি দেব বিশ্বপতি নানামত স্তব স্তুতি
করি মুনি নিবেদিল পায় ।
রূপের বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার ।
আদি মধ্য অন্ত হীন মহিমা অপার ॥
অনন্ত গুণেতে দেব সাকার নিরাকার ।
কটাক্ষেতে সৃষ্টি কর কটাক্ষে সংহার ॥
সকলের মূল তুমি ভয় দুঃখ হর ।
অধম সেবক বলি কিছু কৃপা কর ॥
স্তবে তুষ্ট ভগবান্ জিজ্ঞাসে তখন ।
কহ কহ মহামুনি কেন আগমন ॥

অদেয় তোমাকে মুনি নাহি কিছু মোর।
জিজ্ঞাসা করহ শীঘ্র করিব উত্তর॥
তবে মুনি কহে বাণী সর্ব্বজ্ঞ নিকটে।
মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের পাপ কিসে কাটে॥
ধন হীন বহু জন না হয় উদ্ধার।
কহ প্রভু কিসে তারা পায় হে নিস্তার।
সেই কথা শুনি মম মনের মানস।
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু তুমি আশুতোষ॥
সাধু সাধু সাধু বলি সাধুর ঈশ্বর।
প্রসন্ন বদনে দেব কহিলা সত্বর॥
মহাগুহ্য এই কথা দুর্ল্লভ দেবের।
কৃতে মোক্ষ পাপক্ষয় নিশ্চয় জীবের॥
ইতিপূর্ব্বে নাহি কভু প্রচার এ কথা।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ দাতা॥
মহা ভক্ত মুনিশ্রেষ্ঠ জানি হে তোমায়।
অভেদ আমাতে ভক্তে দ্বিধা নাহি তায়॥
মহা পুণ্য ব্রত কথা তব কাছে কই।
যাহে জীব অনায়াসে শমনের জয়ী॥
সত্যনারায়ণ ব্রত শুনহে নারদ।
কৃতে সর্ব্ব সুখ হয় না রহে আপদ॥
তবে মুনি জিজ্ঞাসিলে শ্রীমধুসূদনে।
কিবা বিধি ব্রত পূর্ব্বে করে কোন জনে॥
গোবিন্দ কহেন বিধি ব্রত নারায়ণ।
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী আর তপোধন॥

সংক্রান্তি বিহিত আছে তিথিতে দ্বাদশী।
যেই দিন ইচ্ছা হয় নিশা মুখে বসি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর প্রতিবাসীগণ।
পুরোহিত সঙ্গে করি হয়ে এক মন॥
সওয়া সের আটা কিম্বা তণ্ডুল চূরণ।
সওয়া বুড়ি রম্ভা ফল দুগ্ধেতে মিলন॥
গুড় কিম্বা চিনি হয় তাহে সওয়া সের।
এইত পূজার বিধি শ্রীসত্যদেবের॥
নানাবিধ দ্রব্য আর যত দিতে পার।
নৃত্য গীত বাদ্য আদি সাধ্যমত কর॥
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিবে বৃত্তি অনুসারে।
প্রসাদ খাইবে সবে কথা পাঠান্তরে॥
কলিতে প্রত্যক্ষ দেব সত্য নারায়ণ।
বাঞ্ছাসিদ্ধি সুখবৃদ্ধি করিলে পূজন॥
পূর্ব্বেতে যে ব্রত করে শুনহে নারদ।
ভক্তেরে অদেয় নাহি সকলি প্রসাদ॥

নামে গ্রাম কাশীপুর ছিল এক দ্বিজবর
কর্ম্মদোষে দরিদ্র অপার।
নিত্য নিত্য ভিক্ষা করি পালে দ্বিজ পুত্রনারী
কিন্তু ছিল ধর্ম্মে মতি তার॥
একদিন দৈববশে ভ্রমে দ্বিজ বহু বাসে
কর্ম্মদোষে ভিক্ষা নাহি পায়।
নিজে ছিল বৃদ্ধ অতি চলিতে নাহিক শক্তি
ক্ষুধানলে ব্যাকুলিত কায়॥

বসি এক বৃক্ষতলে, দুই চক্ষু ভাসে জলে
বলে দ্বিজ কান্দিয়া কান্দিয়া।
বুঝি পূর্ণ হৈল কাল চলিতে নাহিক হাল
মরি আমি ক্ষুধাতে জ্বলিয়া॥
না দেখিনু দারাসুত লয়ে যাবে যমদূত
বিপদেতে রক্ষ-নারায়ণ।
দেখিয়া দ্বিজের গতি দয়া করি লক্ষ্মীপতি
দ্বিজরূপে দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধ-রূপধরি দ্বিজে দেখা দিয়া হরি
জিজ্ঞাসিলা কান্দ কি কারণ।
বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণে পায় নাহি যাঁহা ধ্যানে
দীনবন্ধু শ্রীমধুসূদন॥
হেরিয়া দ্বিজের রূপ শুকাইল ক্ষুধা কূপ
সুধারস পূর্ণ হয় তায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে কহে দ্বিজ ধীরে ধীরে
নাহি জানি কেবা বৃদ্ধ হয়॥
দারিদ্র্য দারুণ রোগ করি আমি সদা ভোগ
ভিক্ষা করি পেট নাহি ভরে।
উপায় জানহ যদি শুনি তবে সেই বিধি
কৃপা করি বলহ আমারে॥
বৃদ্ধরূপী নারায়ণ দ্বিজ প্রতি তবে কন
শুন শুন শুন দিয়া মন।
দরিদ্রতা দূর হবে অতুল ঐশ্বর্য্য পাবে
কর যদি ব্রত আচরণ॥

দেব সত্য নারায়ণ সর্ব্বসিদ্ধি দাতা হন
কর দ্বিজ তাঁহার পূজন।
আর যত বিধি তার কহি সব সুবিস্তার
তথা হতে হৈলা অন্তর্ধান॥

পরে দ্বিজ ঘরে আসি নিদ্রা নাহি যায়।
সত্যদেব চিন্তা করি রজনী পোহায়॥
প্রভাতে উঠিয়া করি স্নান আদি সায়।
ভিক্ষা ঝুলি কক্ষে করি ভিক্ষা হেতু যায়॥
মনেতে সংকল্প করে দেবেরে পূজিব।
দিয়া অদ্য নিশামুখে যা কিছু পাইব॥
দেবের দয়াতে দ্বিজ বহু ভিক্ষা পায়।
পূজার সামগ্রী লয়ে মহানন্দে ধায়॥
ঘরে আসি প্রতিবাসী সব নিমন্ত্রিল।
ভক্তিভাবে পূজি দেবে দরিদ্রতা গেল॥
ধন জন পরিপূর্ণ অট্টালিকা ঘর।
মহামান্য হৈল দ্বিজ সংসার ভিতর॥
পৃথিবীর যত সুখ বহু ভোগ করি।
অন্তে বিষ্ণুপুরে গেল দিব্য রথে চড়ি॥
সত্যব্রত কথা এই অধ্যায় প্রথম।
হরি হরি বল সবে হয়ে এক মন॥

ভারত কহিছে তাই সত্যে যদি মর ভাই
তাহে দুঃখ নাহি ভাব মনে।
সত্য পরে ধর্ম্ম নাই বিবেচনা কর তাই
সত্য রক্ষা কর প্রাণপণে॥

ভবে অন্য বন্ধু নাই যদি সত্য রাখ ভাই
সেই বন্ধু ইহ পরকালে।
যদি দিন ছাড় ভাই ফিরে আর পাবে নাই
কি করিবে পরে দিন গেলে॥

এত শুনি মুনিগণ জিজ্ঞাসে সূতেরে।
কহ প্রভু এই ব্রত আর কেবা করে॥
সূত মুনি মহাজ্ঞানী নিবেদন শুনি।
আরম্ভ করিলা কথা দ্বিতীয় কাহিনী॥
একদিন সেই দ্বিজ বন্ধুগণ নিয়া।
সত্যনারায়ণ ব্রত করিছে বসিয়া॥
হেন কালে একজন কাঠুরিয়া যায়।
বহু দুঃখে দুঃখী ছিল কাষ্ঠ বেচি খায়॥
কাষ্ঠ ভার মাথে করি যাইতে নগরে।
ব্রতঘটা শুনিলেক দ্বিজবর পুরে॥
বাহিরেতে কাষ্ঠ রাখি গেল দ্বিজালয়।
দেখিল আসিয়া বিপ্র বসিয়া পূজায়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যুক্ত ছিল সেই কাঠুরিয়া।
ভক্তি করি প্রণিপাত করে তথা গিয়া॥
কৃতাঞ্জলি করি তবে জিজ্ঞাসিল দ্বিজে।
কিবা এই কর প্রভু ফল কিবা পূজে॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করগো বাখান।
শুনিতে বাসনা মম কি দেব বিধান॥
দ্বিজবর কহে তবে কাঠুরিয়া স্থান।
সত্যনারায়ণ দেব স্বয়ং ভগবান॥

যাঁহার প্রসাদে সব ঐশ্বর্য্য আমার।
ধন ধান্য আদি করি দাস দাসী আর॥
দ্বিজ মুখে ব্রতকথা কাঠুরিয়া শুনি।
সুফল জনম অদ্য মনে মনে গণি॥
মহা হরষিত হয় প্রসাদ ভক্ষিয়া।
গমন করিল তবে দ্বিজে প্রণমিয়া॥
সত্যনারায়ণ প্রভু করিয়া স্মরণ।
চলে কাঠুরিয়া তবে ভাবি মনে মন॥
অদ্য কাষ্ঠ বিক্রী করি যা কিছু পাইব।
তাহা হতে সত্য দেবে নিশ্চয় পূজিব॥
এইত সংকল্প করি মনের কৌতুকে।
কাষ্ঠ বোঝা তুলি নিল আপন মস্তকে॥
কাষ্ঠ লয়ে নগরের মধ্যে তবে গেল।
ভারি ভারি ধনী লোক সেই দিকে ছিল॥
অপার মহিমা দেব সত্যনারায়ণ।
সেই দিন কাষ্ঠ মূল্য পাইল দ্বিগুন॥
সন্তুষ্ট হইয়া তবে কাঠুরিয়া সুত।
কিনিতে চলিল শীঘ্র পূজাদ্রব্য যত॥
সুপক্ক কদলী ফল শর্করাদি যত।
সওয়া সওয়া করি কিনি অতিভক্তি-যুত॥
গৃহে আসি দ্রব্য সব যতনে রাখিল।
ব্রাহ্মণ কুটুম্ব বন্ধু সবে নিমন্ত্রিল॥
ভক্তিভাবে সত্যদেবে করিয়া পূজন।
অশ্ব হস্তী আদি তার হৈল বহু ধন॥

অশেষ ঐশ্বর্য্য হৈল মহামাস্তে খ্যাত।
দেব দ্বিজে সেবা সদা দান ধ্যানে রত॥
ইহজন্মে নানামত সুখ ভোগ করি।
অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় যায় স্বর্গপুরী॥
এইত দ্বিতীয় কথা সত্যনারায়ণ।
সুত বক্তা শ্রোতা সব যত মুনিগণ॥
শ্রবণেতে সদা সুখ বিপদ না রয়।
বাহুল্য করিতে গেলে পুথি ভারি হয়॥

ভারত কহিছে শুন অনিত্য সকলি জান
সত্য ভিন্ন কিছু নাহি রয়।
অবশ্য করিবে সবে ত্রাণ হেতু ভবার্ণবে
চেষ্টা তবে সত্য রাখিবায়॥
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি ভাল লিখি যথা মনে হল
গুণিগণে এই নিবেদন।
দীন হীন আমি অতি দিন দিন পাপে মতি
দোষাদোষ না কর গ্রহণ॥
নিজগুণে শুধি লবে অশুদ্ধ যেখানে পাবে
পুথি এই সত্যনারায়ণ।
নিবেদন আর করি একবার হরি হরি
উচ্চৈঃস্বরে করহ স্মরণ॥

অতঃপর আগে আর সুত তপোধন।
কহিছেন মুনিগণ করহ শ্রবণ॥
পূর্ব্বকালে মহারাজা উল্কামুখ নাম।
বড়ই প্রতাপী ছিল মহা গুণধাম॥

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দেব দ্বিজ সেবা।
যাগ যজ্ঞ দান পূণ্য সংখ্যা করে কেবা॥
দানেতে দরিদ্র কেহ না ছিল রাজ্যেতে
প্রজাগণ সদা মন রাজার হিতেতে॥
পাপ কর্ম্মে মতি হেন নাহি ছিল প্রাণী।
মহামতি ধর্ম্মে মতি ছিল রাজরাণী।
ভদ্রশীলা নদী তীরে একদিন রাজা॥
প্রজা আদি সঙ্গে করে সত্যদেব পূজা॥
সাধুর নন্দন এক বাণিজ্যেতে ছিল।
তরী বাহি তীরে আসি তথায় লাগিল॥
দেখি কূলে মহাগোলে বেষ্টিত কি হয়।
সন্ধান জানিতে তবে সাধুর তনয়॥
নিকটেতে গিয়া তবে দেখিবারে পায়।
স্বসৈন্য সহিত রাজা বসিয়া পূজায়॥
করযোড়ে নৃপতিরে সাধু জিজ্ঞাসিল।
কিবা রাজা কর পূজা কিবা ইথে ফল॥
শুনিতে বাসনা মম কৃপা যদি হয়।
বিস্তারিত কহ ভূপ কিবা সিদ্ধি হয়॥
রাজা বলে শুন শুন সাধুর নন্দন।
অতুল মহিমা দেব সত্যনারায়ণ॥
স্বজন সহিত করি তাঁহার পূজন।
পুত্রহীন আমি তাই পাইব নন্দন॥
শুনিয়া রাজার বাণী। কহে সাধু যোড়পাণি
অদ্য হৈল সফলজীবন॥

পূর্ব্ব পূণ্য বহু ছিল তাহে বুঝি বিধি দিল
আজি মোরে তব দরশন ॥
পুত্র কন্যা নাহি হয় দিন দিন দিন যায়
ভাবি আমি সদা এই দুখ।
করি বটে সদাগরি উপার্জ্জন টাকা কড়ি
কিন্তু কিছু নাহি ঘরে সুখ ॥
পুত্র বিনা গৃহ শূন্য দাস দাসী শত অন্য
গজ বাজী আদি যত ধন।
সংসার আশ্রমে থাকি পুত্র হীনে সব বাকি
এই সত্য জানহ রাজন ॥
সদয় হইয়া রাজা কহিলে যে তুমি পূজা
সর্ব্বদাতা সত্যনারায়ণ।
নিশ্চয় পূজিব তাই পুত্র কিম্বা কন্যা পাই
এই সত্য মম নিবেদন ॥
বাণিজ্য করিয়া শেষ চলে সাধু নিজ দেশ
সত্যদেব করিয়া স্মরণ।
নানারত্নে পূর্ণ করি সঙ্গে ছিল যত তরী
মহানন্দে করিল গমন ॥
সত্যদেব প্রসাদেতে ঘরে আসি নিরাপদে
সাধুসুত ভার্য্যা প্রতি কয়।
সত্যদেব ব্রত পূজা যেই রূপ কহে রাজা
অবিলম্বে বাঞ্ছাসিদ্ধি হয় ॥
আর সাধু কহে তায় পুত্র কিম্বা কন্যা হয়
অবশ্য পূজিব নারায়ণ।

ভার্য্যা তার লীলাবতী পরমরূপসী সতী
সদা যার ধর্ম্ম পথে মন ॥
বহুদিনে মিলে পতি লীলাবতী সেই রাতি
নানামত করয়ে যতন।
সত্যদেব কৃপাময় উভয়ের ভাগ্যোদয়
সেই নিশি গর্ভের লক্ষণ ॥
দশ মাস পূর্ণ হৈল, সাধুর কপাল ভাল
লীলাবতী প্রসবিলা সুতা।
দেখিয়া কন্যার মুখ দূরে গেল সব দুখ
হয় সবে মহানন্দ-যুতা ॥
অপরূপ কন্যারূপ না দেখি উপমা।
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা জিনি তিলোত্তমা ॥
শুক্ল পক্ষে কলা বৃদ্ধি শশধর কায়।
ততোধিক দুই পক্ষে কন্যা বৃদ্ধি হয় ॥
সূতিকার বিধি যত করি সমাপন।
নানামত ধন দিয়া তোষে সর্ব্বজন ॥
শাস্ত্রাচার স্ত্রী-আচার দেশাচার আদি।
জাতি ধর্ম্ম আর তার যথা ছিল বিধি ॥
বহুমত নৃত্যগীত হয় দিবারাতি।
সুখে মগ্ন হয়ে নাম রাখে কলাবতী ॥
একদিন লীলাবতী যোড় করি হাত।
সাধুসুত আগে কহে শুন প্রাণনাথ ॥
অমূল্যরতন কন্যা পাইয়াছি ঘরে।
এবে দুঃখ তব কিছু নাহিক সংসারে ॥

যেই বিধি হেন নিধি দিল কৃপা মতি।
সঙ্কল্পিত পূজা তাঁর কর শীঘ্র গতি॥
দুর্ব্বুদ্ধি হইল সাধু করে অবহেলা।
কহে প্রিয়া হবে পূজা বিবাহের বেলা॥
মূর্খ সাধু ভার্য্যাবাক্য মান্য নাহি করে।
সত্যদেব কোপ হৈলে কে রাখিতে পারে॥
নানামত সুখ ভোগ নাহি কোন চিন্তা।
একদিন দেখে কন্যা বিবাহ যোগ্যতা॥
দূত পাঠাইল তবে কহিয়া বারতা।
কলাবতী উপযুক্ত দেখহ জামাতা॥
চলে দূত মহানন্দে দেশ দেশান্তরে।
অবশেষে উপনীত কাঞ্চন নগরে॥
তথায় দেখিল দূত এক সদাগর।
ধনে মানে কুলে শীলে সাধু বরাবর॥
পরম সুন্দর পুত্র গুণের সাগর।
যেমন সুন্দরী কন্যা তারি মত বর॥
সম্বন্ধ করিয়া স্থির পাত্র সঙ্গে করি।
উপনীত হৈল দূত পুনঃ সাধু পুরী॥
পাত্র দেখি তুষ্ট বড় সাধুর নন্দন।
করিলেক কন্যাদান দেখি শুভক্ষণ॥
কব কত ঘটা যত বিবাহেতে হয়।
ধনেতে ধনেশ প্রায় ছিল সাধু তায়॥
বাহুল্য লিখিতে তাহা মনে পাই ভয়।
ভারত ভাবিছে যদি কেহ রুষ্ট হয়॥

সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
সুখে মত্ত হয়ে মজে সাধুর নন্দন ॥
কল্পিত যে ব্রত ছিল সত্যনারায়ণ।
কর্ম্ম দোষে সাধুসুতে না হল স্মরণ ॥
বাণিজ্যের তরী সব শীঘ্র সাজাইয়া।
চলিল বাণিজ্য হেতু জামাতারে লয়্যা ॥
মানিয়া না দিল পূজা সেই ত কারণ।
শুন যত দুঃখ পায় সাধুর নন্দন ॥
সত্যনারায়ণ প্রভু দিলা অভিশাপ।
দারুণ কঠিন কষ্ট পাবে মনস্তাপ ॥
বাণিজ্য করিতে সাধু গেল বহুদূর।
সিন্ধুর সমীপে রাজ্য রত্নসারপুর ॥
জামাতা সহিত সাধু করিতে বাণিজ্য।
উপস্থিত আসি যথা চন্দ্রকেতু রাজ্য ॥
সত্যনারায়ণ মায়া কে বুঝিতে পারে।
সেই রাত্রে চুরি হয় রাজ কোষাগারে ॥
চোরেতে করিয়া চুরি মনে ভাবে ডর।
প্রকাশ হইলে কার নাহিক নিস্তার ॥
মহারাজা চন্দ্রকেতু প্রতাপে শমন।
বাঘিনী মহিষী করে একত্রে ভ্রমণ ॥
ভয়ে ভীত চোরগণ কম্পিত হৃদয়।
ভাবে মনে এইক্ষণে কি করি উপায় ॥
নিশি শেষ দেখি আর দিবাগত প্রায়।
পালাইল ধন রাখি সাধুর বাসায় ॥

প্রভাতেতে সহরেতে পড়িল ঘোষণা।
ঘাটে ঘাটে বাটে বাটে বসে গেল থানা॥
রাজদূত সর্ব্বস্থানে করে অন্বেষণ।
সাধুর নিকটে দেখে চন্দ্রকেতু ধন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি দ্রুত গিয়া ধরে।
জামাতা সহিত তবে বান্ধিল সাধুরে॥
চোর বলি ধরি দূত মারে মুষ্ট্যাঘাত।
হেঁট মাথে কাঁদে সাধু একি অকস্মাৎ॥
কেহ বলে দেখ সবে বেটার চাতুরী।
দিবাভাগে সদাগরি রাত্রে করে চুরি॥
কেহ বলে দিল বেটা সাধু কুলে কালি।
আর যত মনোমত সবে দেয় গালি॥
বমাল সহিত দূত চলিল সত্বরে।
হাজির করিল আনি রাজার হুজুরে॥
দূতেরে ইনাম দিল চন্দ্রকেতু রায়।
আনাইল দ্রব্য যত ছিল সাধু নায়॥
চোরদ্বয়ে আজ্ঞা দিল রাখ কারাগারে।
ধন সব পাঠাইল আপন ভাণ্ডারে॥
জামাতা সহিত হেথা বন্দী কারাগারে।
সূত কন মুনিগণ শুন অতঃপরে॥
হেথা সাধুঘরে যত ছিল তার ধন।
দেবের মায়াতে সব করিল হরণ॥
লীলাবতী সাধু ভার্য্যা কন্যা কলাবতী।
অন্নাভাবে ভিক্ষা করে দুঃখ পায় অতি॥

স্বর্ণলতা কলাবতী ধূলা কাদা গায়।
ক্ষুধানলে জ্বলে জ্বলে কালী হল কায়॥
তৈলাভাবে জটাকেশ চলিতে না পারে।
দরিদ্রের ক্ষুধা বড় ভ্রমে দ্বারে দ্বারে॥
ছিন্নবস্ত্র পরিধান যেন কাঙ্গালিনী।
ভূমে লোটাইয়া কাঁদে তাহার জননী॥
পাল্কী রথ আদি কত ছিল দাস দাসী।
তার দুঃখ দেখি কাঁদে যত প্রতিবাসী॥
একদিন সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত ক্ষুধায়।
হায় হায় প্রাণ যায় পাগলিনী প্রায়॥
গেল কলাবতী এক ব্রাহ্মণ আলয়।
হেনকালে সেই বিপ্র বসিয়া পূজায়॥
পূজা দেখি ধৈর্য্য ধরি স্থির হয়ে তথা।
পূজা পরে শুনিলেক সত্যব্রত কথা॥
দেবের মাহাত্ম্য শুনি কলাবতী সতী।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহুস্তুতি॥
কৃপাকর নারায়ণ কাঙ্গালিনী প্রতি।
পূজিব আসুন্ দেখি পিতা সহ পতি॥
প্রসাদ ভক্ষণ করি নারায়ণ স্মরি।
সেই রাত্রে কলাবতী আসে নিজপুরী॥
মাতা লীলাবতী তবে জিজ্ঞাসিল তায়।
কহ পুত্রী এত রাত্রি আছিলে কোথায়॥
দিনেতে মাঙ্গিয়া খাও তাহে ক্ষতি নাই।
রাত্রে কোথা নাহি যাবে এই ভিক্ষা চাই॥

সামান্য পেটের জন্য ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
সতীত্ব থাকিলে বাছা দুঃখ নাহি রবে॥
বহুমত বুঝাইছে লীলাবতী সতী।
কৃতাঞ্জলি করি তবে কহে কলাবতী॥
সামান্যা না জান মাতা তোর কলাবতী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে ভাল নহে অন্য মতি॥
ক্ষুধাতে পীড়িতা হয়ে যাই দ্বিজালয়।
হেন কালে দেখি তথা সত্য পূজা হয়॥
বাঞ্ছাসিদ্ধিদাতা দেব সত্যনারায়ণ।
বসি কথা ওগো মাতা করেছি শ্রবণ॥
প্রসাদ খাইয়া মাতা মাগিয়াছি বর।
পিতা ভর্ত্তা আসিবেন এবে নাহি ডর॥
ব্রতের মহাত্ম্য শুনি হইল স্মরণ।
ভিক্ষা করি লীলাবতী করে আয়োজন॥
প্রতিবাসী কুটুম্বাদি নিমন্ত্রণ করি।
ভক্তিভাবে এক দিন সত্য পূজা করি॥
গলাতে বসন দিয়া হাত যোড় করি।
কহে ক্ষম অপরাধ অন্নাভাবে মরি॥
জামাতা সহিত সাধু বাণিজ্য হইতে।
আসিলে পূজিব তবে যথাসাধ্য মতে॥
সতত পূজিব প্রভু যাবত জীবন।
আশুতোষ কৃপা করি রাখহ জীবন॥
সেই পুণ্যে প্রাপ্ত হয় মায়াহৃত ধন।
কন্যা সহ লীলাবতী সতত পূজন॥

সতীব্রতে তুষ্ট হয়ে দেখ হৃষিকেশ।
চন্দ্রকেতু ভূপতিরে স্বপ্নেতে আদেশ॥
বিনা অপরাধে দুই সাধুর নন্দনে।
রাখিয়াছ কারাগারে নিগড় বন্ধনে॥
ভাল ইচ্ছা কর যদি প্রভাতে উঠিয়া।
মুক্ত করি তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া॥
যত ধন ছিল পূর্ব্বে সাধুর নৌকায়।
দ্বিগুণ করিয়া দিবে তবে নাহি ভয়॥
নচেৎ না কর রাজা জীবনের আশ।
ধন জন রাজ্য তব হইবে বিনাশ॥
আদিদেব নারায়ণ জানিয়া রাজন।
ভয়েতে কম্পিত তনু হইল চেতন॥
প্রভাতে বসিয়া রাজা রাজসিংহাসনে।
আজ্ঞা দিল আন শীঘ্র সাধু দুই জনে॥
সুগন্ধি শীতল জলে করিয়া মার্জ্জন।
পরাইল আভরণ উত্তম বসন॥
বিনয়েতে সাধুসুতে চন্দ্রকেতু কয়।
অপরাধ ক্ষমা কর এবে নাহি ভয়॥
দৈববশে দুঃখ যত পাইয়াছ ভাই।
শুন সাধু ইথে মম দোষ কিছু নাই॥
দ্বিগুণ করিয়া দিল যত ছিল ধন।
আনন্দেতে পুলকিত হয় দুই জন॥
যাত্রাহেতু শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
ব্রাহ্মণ ভিখারীদিগে দিয়া বহুধন॥

জামাতা সহিত সাধু দেশেতে চলিল।
ধনে পূর্ণ করি তরী বহু সঙ্গে নিল॥
কিছু দূর গেলে ভাবে সত্যনারায়ণ।
দেখি শিখিয়াছে কিনা সাধুর নন্দন॥
বহু কষ্ট পাইয়াছে আর না করিবে।
বিনা সত্য বাক্য আর কভু না কহিবে॥
বৃদ্ধ দণ্ডী বেশ ধরি চলি ধীরে ধীরে।
দাড়াইল আসি প্রভু সমুদ্রের তীরে॥
মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল আসিয়া শ্রীহরি।
কহ সাধু কিবা ধনে পূর্ণ তব তরী॥
ধনে মত্ত সাধুসুত না জানে বারতা।
কহে সাধু নহে মুদ্রা আছে লতা পাতা॥
ক্রোধে দণ্ডী বলে দুষ্ট যা কহিলে তাই।
অবশ্য হইবে সব শঙ্কা কিছু নাই॥
তথা হতে গিয়া তবে সমুদ্রের কূলে।
মায়া করি নারায়ণ ধ্যানেতে বসিলে॥

বসিয়া সাধুর সুত দেখে হথা আচম্বিত
নৌকা সব লতা পাতা ময়।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে জামাতা তুলিয়া ধরে
বলে সাধু প্রাণ ফেটে যায়॥
কি পাপ করিনু তাই পুনঃ পুনঃ দুঃখ পাই
নাহি জানি কপাল কেমন।
কারাগার ছিল ভাল রাজা দিত অন্ন জল
এবে দেখি নিশ্চয় মরণ॥

শুন শুন মহাশয় ক্রন্দন উচিত নয়
সবিনয়ে কহিছে জামাই।
মম মনে এই লয় দণ্ডী শাপে হেন হয়
বুঝি ইথে দ্বিধা কিছু নাই॥
যদি তুমি হিত চাও ত্বরা করি ধেয়ে যাও
দেখ যদি মিলে দরশন।
দণ্ডী বিনা রাহা নাই নিশ্চয় জানহ তাই
চল চল লইতে শরণ॥
জামাতার বাক্যে যায় দণ্ডীরে দেখিতে পায়
যোগাসনে বসি সিন্ধুকূলে।
বিপত্তিতে ভক্তি হয় নাহি থাকে লজ্জা ভয়
দণ্ডবৎ পড়ে পদ তলে॥
অকিনীরে সাধু ভাবে কহে দণ্ডী মৃদুহাসে
ওরে দুষ্ট কান্দ কি কারণ।
মম পূজা নাহি দিয়া জামাতারে সঙ্গে নিয়া
বাণিজ্যার্থে করিলি গমন॥
বান্ধা গেলী বলি চোর কারাগারে দুঃখ তোর
ভাল ভাগ্য ছিল সতী নারী।
অন্নাভাবে দুঃখ পায় ভিক্ষা করি পূজা দেয়
তাহে মুক্ত হৈল তোর বেড়ী॥
শুনি সাধু দণ্ডী বাক্য সত্য মনে করি ঐক্য
কহে কিছু বিনয় বচনে।
তোমার মায়াতে বশ ব্রহ্মা আদি দিবৌকশ
জ্ঞানহীন জানিব কেমনে॥

অপরাধ ক্ষমা কর পুনঃ না হইবে আর
দীনবন্ধু পতিতপাবন।
পুত্রী প্রাপ্ত যেই ব্রতে পূর্ণবিধি শাস্ত্র মতে
যথাসাধ্য করিব পূজন॥
দেখি দাসে অকিঞ্চন কৃপা করি দিলা ধন
ফিরে লবে উপযুক্ত নয়।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ সাধু প্রতি তবে কন
যাও যাও নাহি কিছু ভয়॥
বর দিয়া সাধুবরে অন্তর্ধান প্রভু পরে
আসি দেখে সাধুর নন্দন।
পূর্ব্ব মত হৈল তরী ধনে পূর্ণ সব তরী
আনন্দেতে করিয়া পূজন॥
সত্য পূজা সাঙ্গ করি খুলে দিল সব তরী
মহানন্দে স্বদেশেতে যায়।
কিছু দূর হৈতে দূত পাঠাইল সাধু সুত
সমাচার কহিতে আলয়॥
সাধু ভার্য্যা লীলাবতী সত্য পূজা দিবা রাতি
জামাতা সহিত পতি আসে।
দূত গিয়া জানাইল সাধুতরী ঘাটে এল
শুনি সতী প্রেমানন্দে ভাসে॥
কন্যারে ডাকিয়া কয় দেখিবারে যেতে হয়
কলাবতী উঠিল তখন।
হাতেতে প্রসাদ ছিল অমনি ফেলিয়া দিল
ঘাটে বাটে করিল গমন॥

প্রসাদ ফেলিল দোষে সত্যদেব মহারোষে
স্থত কন শুন মুনিগণ।
সাধু উঠি-ছিল কূলে জামাতা সহিত জলে
তরী সব ডুবিল তখন॥
জীবন সহিত তরী দেখি কলাবতী নারী
অকস্মাৎ জীবনে ডুবিল।
করি শিরে করাঘাত যেন ঝড়ে রম্ভাপাত
ধরাপীঠে তখনি পড়িল॥
শুনি মাতা লীলাবতী পাগলিনী মত সতী
দৌড়ে আসি তুলে নিল কোলে।
কন্যার চরিত্র দেখি পিতা মাতা সবে দুখী
ভাসে সবে নয়নের জলে॥
কলাবতী কাঁদে যত বিস্তারিত কব কত
নহে সাধ্য সে সব বর্ণন।
বলে অভাগিনী আমি ঘাটে আসি ডুবে স্বামী
এই ছিল কপালে লিখন॥
যৌবনেতে পতিহীন বেঁচে থাকে বহুদিন
মহাপাপী নারী বলি তারে।
ভাল পতি রাখি মরে কিম্বা তার সঙ্গে জলে
সেও ভাল যদি কিছু পরে॥
পতি তীর্থ পতি দেব জীবন যৌবন সব
পতি বিনা বৃথাই জীবন।
জীবনে জীবন মরে জীবন না রহে ধড়ে
কর মাতা চিতা আয়োজন॥

পতি সেবা বিনা সতী অন্ন আদি খায় যদি
মলমূত্র হয়ত ভক্ষণ।
বাণিজ্যেতে পতি যায় তখনি পাদুকাদ্বয়
রেখেছিল পূজার কারণ॥
ধরি সেই বক্ষঃস্থলে অগ্নিতে জ্বলিব বলে
দেখি কাঁদে সাধুর নন্দন।
কি করিব হায় হায় উপায় নাহিক তায়
আরম্ভিল পূজা নারায়ণ॥
করি পূজা বিধিমত স্তুতি করে নানামত
ক্ষমা কর সত্যনারায়ণ।
তুমি প্রভু দয়া করি কারাগারে মুক্ত বেড়ী
দেওয়াইলে তুনা করি ধন॥
লতা পাতা করি ধন দেখি পরে অকিঞ্চন
পুনঃ তরী পূর্ণ করি দিলে।
অপরাধ নাহি জ্ঞাত কেন প্রভু অকস্মাৎ
ঘাটে আনি তরী ডুবাইলে॥
সত্যদেব দয়াময় কাতর দেখিয়া তায়
দৈববাণী হইল গগনে।
প্রসাদ ত্যজিয়া ভূমে কলাবতী কন্যা কেনে
আসিলেক পতি দরশনে॥
উপায় করিবে যদি গিয়া তবে শীঘ্রগতি
যথা আছে প্রসাদ পড়িয়া।
কলাবতী সতী তায় উঠাইয়া যদি খায়
তবে তরী উঠিবে ভাসিয়া॥

দৈববাণী শুনি যায় কলাবতী উঠি ধায়
করে শীঘ্র প্রসাদ ভক্ষণ।
পুনঃ ফিরে ঘাটে আসি তরণী সহিত ভাসি
দেখে সতী জীবনে জীবন॥
মহানন্দে সবে কয় বিলম্ব কি মহাশয়
চল চলি নিজ নিকেতন।
সাধুরে করিয়া দয়া পুনঃ পুনঃ পদছায়া
দিয়া রাখে সত্যনারায়ণ॥
বিপত্তিতে সত্যদেবে ভক্তিভাবে যেই ভাবে
এক দুই কিম্বা তিনবার।
নিশ্চয় হইবে মুক্ত বেদাদিতে এই উক্ত
হরি হরি বল একবার॥
ঘরে আসি সাধুসুত দান পূজা নানামত
করে যত সংখ্যা তার নাই।
সত্যদেব কৃপাবরে অচলা কমলা ঘরে
সুখ যত বাকী কিছু নাই॥
সত্য বাক্য জপ মুখে সত্য পূজা সদা সুখে
করে সাধু যাবত জীবন।
অন্তে মোক্ষপদ পায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে যায়
পক্ষীরাজে করি অরোহণ॥
এইত তৃতীয় কথা সংক্ষেপেতে হৈল।
শ্রোতৃগণ একবার হরি হরি বল॥
ভারত বিনয়ে কহে যতেক ভারতে।
সত্য বিনা ভবে পার নাহি কোন মতে॥

সেই সত্য সদা সাধু সাধ্য শক্তি সার।
সত্য বিনা ব্রত সব কণ্টক বিস্তার॥
অতঃপর সূত কন শুন মুনিগণ।
আর এক কথা দেব সত্যনারায়ণ॥
অঙ্গধ্বজ নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
ধর্ম্মশীল পুত্র সম প্রজা সব পালে॥
একদিন মৃগয়াতে চলিল রাজন।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি গহন কানন॥
মৃগ ব্যাঘ্র আদি করি মারি রাশি রাশি।
বিশ্রাম করিতে এক বৃক্ষতলে বসি॥
নিকটেতে গোপগণ করে সত্য পূজা।
অনুমানে জানিলেক হবে বুঝি রাজা॥
দেবের প্রসাদ আনি রেখে গেল তথা।
বটতলে অঙ্গধ্বজ রাজা বসি যথা॥
রাজগর্ব্বে রাজা সেই প্রসাদ না খায়।
শত পুত্র ধন জন ক্রমে নষ্ট হয়॥
অঙ্গধ্বজ জ্ঞানী বড় জানিলা মনেতে।
পাপ করিয়াছি ত্যজি প্রসাদ বনেতে॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু দয়া করি দীনে।
অপরাধ করিয়াছি না বুঝিয়া বনে॥
তবে রাজা তথা আসি ডাকি গোপগণে॥
ভক্তি করি পূজা করে সত্য নারায়ণে॥
তাহাতে হইয়া তুষ্ট দেব আশুতোষ।
পুনঃ দিলে পুত্রশত ধনে পূর্ণ কোষ॥

ধন জন ফিরে পায় অঙ্গধ্বজ রাজা।
নানামত সদা করে সত্যদেব পূজা ॥
সংসারের সুখ যত নানা ভোগ করি।
অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় যায় স্বর্গপুরী ॥
সূত কন মুনিগণ করহ শ্রবণ।
ভক্তি করি করে ব্রত সত্যনারায়ণ ॥
পড়ে কিম্বা শুনে কথা যদি দিয়া মন।
অসাধ্য হইলে করে পুথি দরশন ॥
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ বন্ধন।
পুত্র হীনে পুত্র মিলে দরিদ্রের ধন ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে পাপার্ণব ভারি।
সত্য বিনা নাহি মুনি অন্য তাহে তরী ॥

ভারত কহিছে তাই যদি অন্য তরী নাই
তবে সত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন।
অতএব কর সবে সত্য রক্ষা যাতে হবে
সাধ্যমত সতত যতন ॥
ফলে ফল জন্মান্তরে তাহে নর নাহি ডরে
হায় হায় একি বিবেচনা।
সত্য বিনা সুখ হয় অবিলম্বে ক্ষয় পায়
ইহা কেহ মনেতে ভাবে না ॥
সত্য পরে ধর্ম্ম নাই দান পূজা সব তাই
কব কত আমি অভাজন।
মনমত বন্ধু নাই তাই আমি দুঃখ পাই
চিন্তানলে জ্বলি সর্ব্বক্ষণ ॥

যত দুঃখ আমি পাই বিস্তারিত সব তাই
লিখিয়াছি জীবন বৃত্তান্তে।
সাধু কাছে ভিক্ষা চাই আশীর্ব্বাদ কর ভাই
অধমের পাপ কাটে যাতে॥
অধিক লিখিতে পারি কিন্তু রাত্রি হবে ভারি
এই হেতু এস্থলে রহিল।
প্রসাদ বাঁটিবে পর শঙ্খধ্বনি আগে কর
আর সবে হরি হরি বল॥

ইতি সত্যনারায়ণ ব্রতকথা শ্রীভারতচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক ভাষায় বিরচিত হইয়া সন ১২৬০ সালে মোকাম বাঁশবেরিলীতে প্রচারিত হইল।